মায়া বা অজ্ঞান সম্পর্কে আচার্য শংকরের মতবাদ

উপনিষদের বিভিন্ন গ্রন্থে জগৎ সম্পর্কে দুটি পরস্পরবিরোধী উক্তি লক্ষ্য করা যায়। তার মধ্যে কোনো কোনো উপনিষদে ব্রহ্মকেই একমাত্র সত্য এবং জগৎকে মিথ্যা বলা হয়েছে। আবার অনেক উপনিষদ গ্রন্থে ব্রহ্মকে জগতের স্রষ্টারূপে উল্লেখ করে সৃষ্ট জগৎকেও সত্য বলা হয়েছে। কিন্তু শংকরাচার্য তাঁর অদ্বৈতবাদে জগৎ সম্পর্কিত উক্ত দুটি পরস্পরবিরোধী মতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেছেন। বেদ, উপনিষদের বিভিন্ন জায়গায় জগতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'মায়া' কথাটির উল্লেখ আছে। ঋকবেদে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে 'ইন্দ্র মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে' অর্থাৎ মায়ার দ্বারা এক ইন্দ্র বহুরূপে (জগৎরূপে) প্রকাশিত হন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'মায়াম্ তু প্রকৃতিম্ বিদ্যাৎ, মায়িনম্ তু মহেশ্বরম্' অর্থাৎ এই প্রকৃতি হচ্ছে মায়া এবং মায়া উপহিত ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হচ্ছেন মায়াধীশ। আচার্য শঙ্কর উপনিষদ থেকে 'মায়া' কথাটি গ্রহণ করে ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করেছেন।

আচার্য শংকরের মতে ব্রহ্মের সাথে জগতের সম্পর্ক নিয়ে কোনো প্রশ্ন হতে পারে না। কারণ, এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোনো কিছুই সত্য নয়। ব্রহ্ম যদি শুদ্ধ চৈতন্য বা আত্মা হয়, তাহলে ন্যায়গতভাবে, ব্রহ্মের সাথে অনাত্ম জগতের কোনো সম্বন্ধ বন্ধন থাকতে পারে না। সম্বন্ধ মাত্রই দুটি ভিন্ন বিষয়কে সম্বদ্ধ করে। ব্রহ্মের সাথে জগতের সম্বন্ধ উল্লেখ করলে জগৎ ও ব্রহ্মকে দুটি ভিন্ন সত্তা বলতে হয়; কিন্তু অদ্বৈতমতে জগৎ ব্রহ্ম স্বতন্ত্র নয়, জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে অনন্যত্ব সম্বন্ধ আছে।

জগৎকে ব্রহ্মভিন্ন বললে তাদের মধ্যে আর কোনো সম্বন্ধই থাকতে পারে না। অসীম ব্রহ্মকে সসীম জগতের কারণ বলা যায় না। কারণ ও কার্য দুটি স্বতন্ত্র ঘটনা হওয়ায় কার্য যেমন কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও খন্ডিত হয়, কারণও তেমনি কার্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও খন্ডিত হবে। এরূপ ক্ষেত্রে কারণরূপ ব্রহ্ম কার্যরূপ জগতে দ্বারা খন্ডিত হবে। কিন্তু অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম বিভু বা সর্বব্যাপী। ব্রহ্মকে জগৎ স্রষ্টারূপে ক্রিয়াশীল কর্তাও বলা যাবে না, কেননা ক্রিয়া মাত্রই অভবের সূচক। কোন-না-কোন না পাওয়ার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য লাভের জন্যই কর্ম সাধিত হয়। কিন্তু ব্রহ্ম নিষ্কাম, ব্রহ্মের কোনো কামনা নেই। আবার এমনও বলা যাবে না যে, ব্রহ্ম তাঁর লীলা খেলার জন্য জগৎ রচনা করে নিজেকে প্রকাশ করেন; কারণ সসীম জগৎ অসীম ব্রহ্মের প্রকাশক হতে পারেন না। জগৎকে ব্রহ্মের পরিণামও বলা যায় না, কারণ সেক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দেবে - জগৎ কি সমগ্র ব্রহ্মের পরিণাম অথবা অংশের পরিণাম ? জগৎ সমগ্র ব্রহ্মের পরিণাম হলে জগতের ন্যায় ব্রহ্ম ও সীমিত হয়। আবার জগৎ ব্রহ্মের আংশিক পরিণাম হলে ব্রহ্মকে সাংশ বলতে হয়। কিন্তু প্রথমত ব্রহ্মের কোনো সীমা নেই এবং দ্বিতীয়ত ব্রহ্ম অংশবিশিষ্টও নয়।

যার জন্য আচার্য শংকর বলেন, জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত। আমরা জানি বিবর্তবাদ অনুসারে কারণ প্রকৃতই কার্যে পরিণত হয় না - কারণের বিবর্ত হল কার্য। কারণ কার্যরূপে প্রতিভাত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কার্যে পরিণত হয় না। আচার্য শংকর ব্রহ্ম বিবর্তবাদী।

শংকরের মতে, 'মায়া' নামে এক ভ্রমসৃষ্টিকারী শক্তি আছে, মায়া উপহিত ব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বর মায়া উপাধি উপহিত হয়ে জগৎরূপে প্রকাশিত হন। আর বদ্ধ জীব তার অজ্ঞান বা অবিদ্যাবশত এক ব্রহ্মের পরিবর্তে জগতের নানাত্বকে সত্য বলে মনে করে। শংকর মায়াকে 'অবিদ্যা' বা 'অজ্ঞান'ও বলেছেন। ঈশ্বরের দিক থেকে যা মায়া, জীবের দিক থেকে তাই অবিদ্যা বা অজ্ঞান। মায়া ঈশ্বরের শক্তি-স্বরূপ, যাকে ঈশ্বর থেকে পৃথক করা যায় না। তবে, মায়াবী ঈশ্বর তাঁর মায়াজালে আবদ্ধ হন না।

যাদুকরের যাদুশক্তির ন্যায় ঈশ্বরের মায়াশক্তিও কেবল অজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রতারিত করে। ভ্রম উৎপাদনকারী যাদু শক্তির দ্বারা যাদুকর যেমন মিথ্যা বস্তু সৃষ্টি করে এবং সেই যাদুতে মুগ্ধ দর্শকবৃন্দ প্রতারিত হয়ে মিথ্যা বস্তুকে সত্য বলে মনে করে। কিন্তু মায়াধীশ ঈশ্বরের কাছে মায়াসৃষ্ট জগৎ সত্য নয় এবং যিনি ব্রহ্মবিদ তিনিও জানেন যে জগৎ প্রপঞ্চ মিথ্যা - নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্মই সত্য। বদ্ধ জীবের কাছে জগৎ আছে, জগৎ স্রষ্টা ঈশ্বর আছেন। ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে মায়াময় জগৎ নেই, মায়াবী ঈশ্বরও নেই - আছে কেবল নির্গুণ অসঙ্গ ব্রহ্ম। এভাবে আচার্য শংকর মায়ার ব্যাখ্যা করে উপনিষদের দুটি পরস্পরবিরোধী উক্তির মধ্যে সঙ্গতি সাধনের চেষ্টা করেছেন। ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট নির্গুণ ব্রহ্মই কেবল সত্য। বদ্ধ জীবের নিকট ব্রহ্ম সত্য এবং মায়াধীশ ঈশ্বর সৃষ্ট জগৎও সত্য।

সদানন্দ যোগীন্দ্র তাঁর ‘বেদান্তসার’ নামক গ্রন্থে শংকরের মায়া বা অজ্ঞানের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ‘সদসদ্ভ্যাম্ অনির্বচনীয়ম্ ত্রিগুণাত্মকম্ জ্ঞানবিরোধী ভাবরূপম্ যদকিঞ্চিদিতি’। অর্থাৎ মায়া হল সৎ অসৎ বিলক্ষণ অনির্বচনীয়, ত্রিগুণবিশিষ্ট, জ্ঞানবিরোধী কিন্তু ভাবরূপ অর্থাৎ একটা কিছু, নিছক শূন্য নয়। এই বৈশিষ্ট্যের প্রতিটি এখন আমরা বিস্তারিতভাবে জানব।

১) মায়া 'সদসদ্ভ্যাম্ অনির্বচনীয়' ঃ শংকরের মতে মায়া বা অবিদ্যা বা অজ্ঞান সৎ নয়, অসৎ নয়, সদসদ নয়, আবার সদসদ ভিন্নও নয়। মায়া সদসদবিলক্ষণ অনির্বচ্য। যা অবাধিত কেবল তাই সত্য। ব্রহ্মের সত্তা কখনো বাধিত হয় না। তাই ব্রহ্ম সত্য। মায়াসৃষ্ট বা অজ্ঞানসৃষ্ট জগৎ ব্রহ্ম জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়। মায়াময় জগৎ তাই ব্রহ্মের ন্যায় অবাধিত সত্য নয়। আবার মায়াসৃষ্ট বা অজ্ঞানসৃষ্ট জগৎ-প্রপঞ্চ বদ্ধ জীবের কাছে প্রতিভাত হয়। কাজেই জগৎ আকাশ কুসুমের ন্যায় অসৎ নয়। যা ব্রহ্মের ন্যায় সৎ নয়, আবার আকাশ কুসুমের ন্যায় অসৎ নয়, শংকর তাকেই 'মিথ্যা' বা 'মায়া' বলেছেন। এই অর্থে জগৎ মিথ্যা বা মায়া। মায়ার দুটি শক্তির কথা বেদান্ত দর্শনে স্বীকার করা হয়েছে। এগুলি হল - আবরণ শক্তি ও বিক্ষেপ শক্তি। আবরণ শক্তির দ্বারা মায়া সত্যের স্বরূপকে আবৃত করে এবং বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা মায়া সত্যের স্থলে মিথ্যাকে প্রকাশিত করে। মায়ার আবরণশক্তির দ্বারা এক ব্রহ্ম আবৃত হয়; মায়ার বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা এক ব্রহ্মের পরিবর্তে জগৎ-প্রপঞ্চ প্রতিভাত হয়।

মায়া উপাধির দ্বারা উপহিত ব্রহ্মই ঈশ্বর। আর অবিদ্যা বা অজ্ঞান উপাধি দ্বারা সীমিত ব্রহ্মই হচ্ছে জীব। অর্থাৎ মায়ার সঙ্গে যুক্ত ঈশ্বর, আবিদ্যা বা অজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত জীব। ঈশ্বরের মায়াশক্তি থেকে যেমন জগতের উৎপত্তি, তেমনি আবার জীবাশ্রিত অবিদ্যা বা অজ্ঞান থেকেও জগতের উৎপত্তি। বদ্ধজীব যেমন অবিদ্যা বা অজ্ঞানবশত রজ্জুতে সর্পের সৃষ্টি করে, তেমনি ঐ অজ্ঞানবশত এক ব্রহ্ম স্থলে জগৎ ভ্রম উৎপন্ন করে। রজ্জুর অজ্ঞানের জন্য ব্রহ্মস্থলে জগৎ ভ্রম হয়। মায়ার ন্যায় অবিদ্যা বা অজ্ঞানেরও দুটি শক্তি আছে - আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি। আবরণ শক্তির দ্বারা অধিষ্ঠান আবৃত হয়, আর বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা অধিষ্ঠানস্থলে এক মিথ্যা বস্তু প্রতিভাত হয়। রজ্জুর অজ্ঞান প্রথমত আবরণ শক্তির দ্বারা রজ্জুকে আবৃত করে এবং দ্বিতীয়ত বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা রজ্জুর স্থলে সর্পের বিক্ষেপ হয় অর্থাৎ সর্প প্রতিভাত হয়। তেমনি জীবাশ্রিত অজ্ঞান প্রথমত ব্রহ্মকে আবৃত করে এবং দ্বিতীয়ত ব্রহ্মস্থলে জগতের বিক্ষেপ ঘটায়।

তবে অবিদ্যাকে ‘জীবাশ্রিত’ বলার মধ্যে কিছু দোষ আছে এবং আচার্য শংকর সম্ভবত আক্ষরিক অর্থে অবিদ্যাকে ‘জীবাশ্রিত’ বলেন নি। শংকরের মতে, জীবই ব্রহ্ম - ‘জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ’। জীব ও ব্রহ্ম যদি স্বরূপত অভিন্ন হয়, তাহলে জীবের ব্রহ্ম অতিরিক্তভাবে অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না, এবং সেক্ষেত্রে ‘জীবাশ্রিত অবিদ্যা’ থেকেও জগতের উৎপত্তি হতে পারে না। তাছাড়া জীবাশ্রিত অবিদ্যা থেকে জগতের উৎপত্তি হলে, প্রত্যেক জীবের জগৎ ভিন্ন ভিন্ন হবে; কিন্তু বাস্তবত সকল জীবের কাছে জগৎ একইভাবে প্রতিভাত হয়। এজন্য জগতের উৎপত্তির কারণ স্বরূপ, জীবাশ্রিত অবিদ্যার পরিবর্তে এক সাধারণ অবিদ্যা স্বীকার করতে হয়। জীবাশ্রিত অবিদ্যা হচ্ছে তুলাবিদ্যা, আর সাধারণ অবিদ্যা হচ্ছে মূলাবিদ্যা। এই সাধারণ অবিদ্যা অর্থাৎ মূলাবিদ্যাকেই শংকর ঈশ্বরের ‘মায়াশক্তি’ বলেছেন। কাজেই জীবাশ্রিত অবিদ্যার পরিবর্তে ব্রহ্মাশ্রিত মায়াকেই জগতের কারণরূপে গণ্য করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

২) মায়া ত্রগুণাত্মক ঃ সাংখ্য দার্শনিকদের ত্রিগুণা প্রকৃতির ন্যায় মায়া জড়াত্মক, সক্রিয় ও পরিণামী। উপনিষদেও মায়াকে 'ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি' বলা হয়েছে - 'মায়াম্ তু প্রকৃতিম্ বিদ্যাৎ'। সাংখ্যের প্রকৃতি থেকে যেমন জগতের উৎপত্তি, মায়া থেকেও তেমনি জগতের উৎপত্তি। পার্থক্য হল - সাংখ্যমতে জগৎ প্রকৃতির পরিণাম এবং পরিণামী জগতের পশ্চাতে মূল প্রকৃতিই সৎ বস্তু। সাংখ্য দ্বৈতবাদী। সাংখ্যমতে জগতের মূল তত্ত্ব দুটি-পুরুষ(আত্মা) ও প্রকৃতি(জড়)। অদ্বৈতবাদী শংকরের মতে, প্রকৃতিসম মায়ার কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই। ব্রহ্মই একমাত্র সদ্বস্তু এবং মায়া এক শক্তি ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

৩) **মায়া জ্ঞানবিরোধী ঃ** মায়ার প্রভাবে বদ্ধজীব তার অজ্ঞানবশত মায়াসৃষ্ট জগৎকেই সত্য মনে করে। মায়া-উপহিত ব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বর, মায়াশক্তি দ্বারা বহু বিচিত্র জগৎ রচনা করেন এবং অজ্ঞান বা অবিদ্যাবশত বদ্ধজীব সেই জগৎকে সত্য বলে মনে করে। কাজেই, বদ্ধজীবের কাছে মায়া জ্ঞানবিরোধী। মায়া সত্যের স্বরূপ আবৃত করে মিথ্যাকে প্রকাশিত করে, ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করে জগৎ-প্রপঞ্চকে প্রকাশিত করে। যতক্ষণ মায়ার প্রভাব ততক্ষণই জগতের অস্তিত্ব। ব্রহ্মজ্ঞানে মায়া তিরোহিত হয়, অবিদ্যার নাশ হলে এবং জগৎও মরীচিকার ন্যায় বিলীন হবে। ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে মায়াময় জগৎ নেই, মায়াধীশ ঈশ্বরও নেই, আছে কেবল নির্গুণ অসঙ্গ ব্রহ্ম।

৪) মায়া ভাবরূপ ঃ মায়া কেবল অভাবের সূচক নয়, ভাবেরও সূচক; মায়া কেবল অজ্ঞান-সূচক নয়, জ্ঞানসূচকও বটে। মায়াশক্তির বা অজ্ঞানের যে দুটি দিক আছে তার একটি অভাবাত্মক হলেও অন্যটি ভাবাত্মক। মায়ার বা অজ্ঞানের দুটি দিক হল - আবরণ ও বিক্ষেপ। প্রথমটি অভাবাত্মক, দ্বিতীয়টি ভাবাত্মক। মায়া সৎ অধিষ্ঠান ব্রহ্মকে আবৃত করে। এটা অভাবাত্মক দিক। আবার মায়া সৎ অধিষ্ঠানে (ব্রহ্মস্থলে) মিথ্যা জগৎকে আরোপ(বিক্ষেপ) করে। এটা ভাবাত্মক দিক। আবরণের দিক থেকে মায়া 'জ্ঞানাভাব'। বিক্ষেপের দিক থেকে মায়া 'মিথ্যাজ্ঞান'। কাজেই মায়া যুগপৎ জ্ঞানভাব ও মিথ্যাজ্ঞান। 'মিথ্যাজ্ঞান' জ্ঞানের অভাব নয়। মিথ্যাজ্ঞান হল - এক বস্তুর স্থলে অন্য বস্তুর জ্ঞান - ব্রহ্মের স্থলে জগতের জ্ঞান।

৫) **মায়া যদকিঞ্চিৎ ঃ** মায়া সদসদবিলক্ষণ অনির্বচনীয় হলেও মায়া নিছক শূন্য নয়, মায়া 'একটা কিছু' অর্থাৎ 'যদকিঞ্চিৎ'। মায়াময় জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত হলেও তা নিছক শূন্য নয়, তা একটা কিছু। মায়াময় জগৎ প্রপঞ্চের পারমার্থিক সত্তা না থাকলেও তার ব্যবহারিক সত্তা আছে। উপনিষদে মায়াকে 'অঘটন-ঘটন পটিয়সী-শক্তি' বলা হয়েছে। এই অঘটন-ঘটন-পটিয়সী-শক্তির দ্বারা সৃষ্ট জগৎ মিথ্যা হলেও তা 'একটা কিছু'। 'মিথ্যা', 'অলীক' থেকে ভিন্ন। 'অলীক' কোনো কিছুই নয়, কিন্তু 'মিথ্যা' 'একটা কিছু'।

মায়ার স্বরূপ লক্ষণে ‘ইতি’ অর্থে (যদকিঞ্চিদিতি) ‘ইত্যাদি’ অর্থাৎ মায়ার আরও কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলি নিম্নরূপ -

৬) **মায়া জ্ঞান-নিরাস্য ঃ** জ্ঞানের উদয় হলে মায়ার নিরাস হয়, অর্থাৎ মায়ার আর কার্যকারিতা থাকে না। জ্ঞানের উদয় হলে মায়া অন্তর্হিত হয়, বিদ্যার আবির্ভাব হলে অবিদ্যার নাশ হয়। অধিষ্ঠানের জ্ঞান হলে মায়ার আর কোনো কার্যকারিতা থাকে না। অধিষ্ঠান রজ্জুর জ্ঞান হলে সর্পভ্রম অন্তর্হিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানে জগৎ-প্রপঞ্চ অন্তর্হিত হয়।

৭) **মায়া অনাদি কিন্তু অন্তবিশিষ্ট ঃ** মায়ার উৎপত্তিকাল নির্ণয় করা যায় না। মায়া তাই অনাদি। ব্রহ্মজ্ঞানে মায়া অন্তর্হিত হয়, অজ্ঞান বা অবিদ্যার নাশ হয়। মায়া তাই অন্তবিশিষ্ট।

৮) **ব্রহ্মই মায়ার আশ্রয় ও বিষয় ঃ** মায়াশক্তি নিরালম্ব থাকতে পারে না। আবার তা অলীক বস্তুকেও আশ্রয় করে থাকতে পারে না। যা অলীক তা কোনো কিছুর আশ্রয় নয়। ব্রহ্মই একমাত্র সৎ। কাজেই ব্রহ্মই মায়ার আশ্রয় ও বিষয়। ব্রহ্ম মায়ার আশ্রয় হলেও মায়াশক্তির দ্বারা তিনি কিছুমাত্র প্রভাবিত হন না। যাদুকর যেমন তার মায়াজালে নিজে আবদ্ধ হন না, অমানিশার কৃষ্ণবর্ণ যেমন বর্ণহীন আকাশকে স্পর্শ করে না, তেমনি ব্রহ্মকেও মায়া স্পর্শ করতে পারে না। ব্রহ্ম মায়ার আশ্রয় ও বিষয় হলেও মায়াশক্তির দ্বারা অপরিণামী ব্রহ্মের কোন পরিবর্তন হয় না। বদ্ধজীবই কেবল মায়াশক্তির প্রভাবে ব্রহ্মের বিবর্ত জগৎকে সত্য বলে মনে করে, জাদুকরের মায়াজালে যেমন দর্শকবৃন্দ প্রতারিত হয়ে একটি মুদ্রার স্থলে দশটি মুদ্রাকে সত্য বলে মনে করে।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ